প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংস্কৃতি
বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **চট্টগ্রাম**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৮ টি (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/ পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো– অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**আলওয়াল মসজিদ**		হাটহাজারী ফতেহপুর	২২°২৮'৫৬.৮" উ. ৯১°৪৮'৪৪.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২১২৭ বিবিধ ১৮ অক্টাবর ১৯২২	গৌড়ের সুলতান রোকন উদ্দিন বারবক শাহ্ (১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রি.) চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর গ্রামে ৮৭৮ হিজরীতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রি.) মসজিদটি নির্মাণ ও একটি দিঘী খনন করেন। স্থানীয়ভাবে পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে বর্তমানে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তথাপিও মসজিদ দেয়ালে এখনও শোভা পাচ্ছে ৮৭৮ হিজরী (১৪৭৩ ইংরেজী) উল্লিখিত ঐতিহাসিক একটি শিলালিপি।
২.	**বখশী হামিদ মসজিদ**		বাঁশখালী ইলশা	২২°০৪'৪৩.৬" উ. ৯১°৫৪'০৭.৭" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ২২ জানুয়ারি ১৯৭০	তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি মোগল স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন ইলশা গ্রামে অবস্থিত। মসজিদের দরজায় স্থাপিত শিলালিপি অনুযায়ী ১৫৬৮ খ্রি: সুলতান সুলেমান কররানির সময়কালে এটি নির্মাণ করা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, মোগল আমলে ১৬৯২ সালে বখশী হামিদ নামক একজন জনহিতৈষী অমাত্য এ স্থানে এসে এ মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন।
৩.	**শমসের গাজীর কেল্লা**		মীরসরাই রায়পুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬	বর্তমানে শমসের গাজীর টিলা নামে পরিচিত। জানা যায়, শমসের গাজী ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী এবং ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। তিনি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীন মৃৎভবন**		**বোয়ালখালী** কধুরখীল	২২°২২'৫৭.১" উ. ৯১°৫৫'৪১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৪৫)	১৯১৭ সালে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাচীন মৃৎভবন নির্মিত হয়। বিদ্যালয়ে মাটির তৈরি শ্রেণি কক্ষগুলো বেশ বড়। ২০৩ ফুট দীর্ঘ ও ৪৫ ফুট প্রস্থের ৮ কক্ষবিশিষ্ট বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মাটির ঘর।
৫.	**পার্বতী চরণ দিঘী**		**বোয়ালখালী** কধুরখীল	২২°২২'৫৩.৬" উ. ৯১°৫৫'৪১.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-৮৪৫)	পার্বতী চরণ দিঘী খননকাল আনুমানিক প্রাক-মুসলিম বলে মনে করা হয়। পার্বতী চরণ দিঘী ব্রিটিশ শাসন আমল থেকেই বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯২৫ সালের একটি দলিলে উল্লেখ আছে, এ দিঘীটির নামকরণ ছিল পার্বতী চরণ কানুনগো দিঘী।
৬.	**হামিদিয়া মসজিদ প্রকাশ (হাম্মাদিয়া)**		গ্রাম- মসজিদিয়া ইউনিয়ন- ৭ নং কুমিরা উপজেলা- সীতাকুন্ড	২২°৩১'৪৬.৪০"দ. ৯১°৪২'০৪.৪৯"উ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ (১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১০৬)	হামিদিয়া মসজিদটি স্থানীয়ভাবে হাম্মাদিয়া মসজিদ নামেও পরিচিত। মসজিদটি বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত। প্রতিটি বাহুর বাইরের দিকের পরিমাপ ৬.৩৬ মিটার ও অভ্যন্তরে ৪.২৪ মিটার। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। গম্বুজের শীর্ষদেশে আছে পদ্মের ফিনিয়েল। মসজিদের চারকোণে ৪টি গোলাকৃতির কর্ণার টারেট বা মিনার রয়েছে। মিনারের গায়ে স্ফীতকায় ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের কার্নিশ ও প্যারাপেট উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে বাঁকানো। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে তিনটি প্রবেশ পথ। মূল প্রবেশ পথটি অন্য দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। মূল মিহরাবটি অন্য দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড়।
৭.	**ঐতিহাসিক নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ মসজিদ**		**কোতয়ালী** চকবাজার	২২°২১'৩০.৯" উ. ৯১°৫০'১৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-৬৫০)	১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব ওয়ালী বেগ খাঁ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের ফলে মোগল আমলের এ মুসলিম স্থাপনার আসল সৌন্দর্য বাহির থেকে তেমন বোঝা যায় না। তবে ভেতরের অংশটা অনেক চমকপ্রদ। মূল মসজিদের দেয়ালগুলোর পুরুত্ব প্রায় ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত।

৮.	**চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ**		**কোতয়ালী**	২২°২০'২৭.৯" উ. ৯১°৫০'১২.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-৮১৭)	১৬৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট মুহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীরের বিজয় ফলক হিসেবে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের ফলে মোগল আমলের এ মুসলিম স্থাপনার আসল সৌন্দর্য বাহির থেকে তেমন বোঝা যায় না।